যায়যায়দিন

তারিখ ..24 JUL 2009...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম....২......

কোচিং সেন্টারের প্রতারণার শিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা

মিজানুর রহমান মিলটন

কোচিং সেন্টারের প্রতারণার শিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু হাজার হাজার শিক্ষার্থী। উচ্চ মাধ্যমিক পাসের পর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা কোচিং সেন্টারগুলোর প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। প্রতারণার কৌশল হিসেবে বিগত বছরগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্সপ্রাপ্ত একই মেধাবী শিক্ষার্থীর ছবি একাধিক কোচিং সেন্টার তাদের নিজ নিজ প্রসপেক্টাসে ব্যবহার করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া একই শিক্ষার্থীকে একাধিক কোচিং সেন্টার তাদের ছাত্র বলে দাবি করছে। বাস্তবে দেখা যায়, ওই শিক্ষার্থী কোনো কোচিংয়েরই ছাত্র ছিলেন না।

উচ্চ মাধ্যমিক পাসের পর একজন শিক্ষার্থী বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও মেডিকেলে ভর্তির প্রস্তুতির জন্য কোচিং সেন্টারের দারস্থ হন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরপরই এসব কোসিং সেন্টার বিগত বছরগুলোতে চান্সপ্রাপ্ত শীর্ষ মেধাবীদের ছবি দিয়ে তৈরি প্রসপেক্টাস ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী ও তাদের অবিভাবকদের মধ্যে বিতরণ করে। যাদের ছবি দিয়ে প্রসপেক্টাস তৈরি করে কোচিং সেন্টারগুলো ব্যবসা করছে এ রকম ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তারা আসলে কোনো কোচিংয়েরই ছাত্র ছিলেন না। অনেকে আবার একটি কোচিং সেন্টারে কোচিং করেছেন কিন্তু অন্য কোচিং সেন্টার কিভাবে তার ছবি ব্যবহার করেছেন তা তিনি জানেন না।

> একই মেধাবী শিক্ষার্থীর ছবি একাধিক কোচিং সেন্টার তাদের নিজ নিজ প্রসপেক্টাসে ব্যবহার করছে। বাস্তবে ওই শিক্ষার্থী কোনো কোচিংয়েরই ছাত্র ছিলেন না।

তবে কোচিং সেন্টারগুলো এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। মেডিকেল ভর্তি কোচিং রেটিনার প্রধান পরিচালক মো. মেফতাহ-উল ইসলাম বলেন, তারা এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নয়। যারা রেটিনায় ভর্তি হতে আসেন তারা তাদের সম্পর্কে জেনে-শুনেই আসেন। স্থান সঙ্কুলানের জন্য অনেক ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি না করিয়ে ফিরিয়ে দেন বলে তিনি দাবি করেন।

ভর্তির ক্ষেত্রে কোচিং সেন্টারগুলো ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। একেক কোচিং সেন্টার একেক রকম টাকা নিচ্ছে। অধিকাংশ কোচিং সেন্টার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ইউনিটে কোচিং করার ক্ষেত্রে আট হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা ফি নিয়ে থাকে। একাধিক ইউনিটে কোচিংয়ের জন্য ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা নেয়া হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অধিকাংশ কোচিং সেন্টার ছাত্রছাত্রী সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছু লোক ঠিক করে রেখেছে। তারা একজন ছাত্র ভর্তি করিয়ে দিতে পারলে তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা কমিশন পেয়ে থাকেন। এছাড়া কোচিং সেন্টারে যারা ক্লাস নেন তারাও একজন ছাত্র ভর্তি করিয়ে দিতে পারলে চার থেকে ছয় হাজার টাকা কমিশন পেয়ে থাকেন।

সাইফুরস, ইউনিএইড ও ইউসিসিতে ক্লাস নিচ্ছেন এমন একজন শিক্ষকের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এ বছর তিনি প্রায় ২০ জন শিক্ষার্থীকে কোচিংয়ে ভর্তি করিয়েছেন। প্রতি ছাত্র ভর্তির বিনিময়ে তিনি চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা করে কমিশন পেয়েছেন।

ইউসিসিতে কয়েক বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন গোলাম নবী রাসেল। তিনি বলেন, কোচিং সেন্টারগুলো অবৈধ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এ সম্পর্কে তারাও অবগত। তার জানা মতে, ভিকারুননিসা, হলিক্রস, নটরডেমসহ ভালো কলেজগুলোতে কোচিংয়ে ছাত্র ভর্তির করানোর জন্য শিক্ষকরা এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন।